সমকাল

12 JUL 2026

চলতি মাসে পোশাক খাতের ওপর ঢাকায় আন্তর্জাতিক সম্মেলন

■ সমকাল প্রতিবেদক

দেশের তৈরি পোশাক ও বস্ত্রশিল্পে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো, প্রতিযোগিতা সক্ষমতা ও টেকসই উন্নয়ন ইস্যুতে ঢাকায় একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করা হচ্ছে। দুই দিনের সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের শীর্ষ করপোরেট কর্মকর্তা, প্রধান নির্বাহী ও উদ্যোক্তারা অংশ নেবেন। বাংলাদেশের বস্ত্র ও পোশাকপণ্যকে বিশ্ববাজারে আরও আকর্ষণীয় করার পথে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ এবং করণীয় বিষয়ে পরামর্শ দেবেন তারা।

'বায়লা ফিউচার সামিট ২০২৬' নামে এ আয়োজন করছে বাংলাদেশ অ্যাপারেল ইয়ুথ লিডার্স অ্যালায়েন্স (বায়লা) আগামী ২০ ও ২১ জুলাই রাজধানীর হোটেল র‍্যাডিসনে অনুষ্ঠেয় সম্মেলনে দেশ-বিদেশের ১ হাজার ৫০০ অংশগ্রহণকারী উপস্থিত থাকবেন।

গতকাল শনিবার রাজধানীর বনানীর এক রেস্টুরেন্টে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে আয়োজকরা জানান, 'থিঙ্ক বিয়ন্ড টুডে' প্রতিপাদ্যের সামিটে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, টেকসই উন্নয়ন, পরিবেশ-সামাজিক ও সুশাসন, অর্থায়ন নিয়ে দিকনির্দেশনামূলক আলোচনা করা হবে। বায়লার সভাপতি আবরার হোসেন সায়েম বলেন, উদ্ভাবন, দক্ষ নেতৃত্ব এবং টেকসই প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে বৈশ্বিক নেতৃত্বের পর্যায়ে পৌঁছানোই পোশাক খাতের লক্ষ্য। সংগঠনের প্রথম সহসভাপতি হাসিন আরমান আয়ন বলেন, এ সম্মেলন ব্যবসায়িক নেতা, নীতিনির্ধারক, শিক্ষাবিদ এবং তরুণ পেশাজীবীদের মধ্যে সংযোগ তৈরি করবে।

প্রথম আলো
12 JUL 2026

পাতা, পাটকাঠি ও শিল্পবর্জ্য থেকে ব্যাটারি

ফাইয়াজ কৌশিক

আমাদের দেশে ব্যাটারি তৈরির প্রয়োজনীয় উপাদানের অধিকাংশই বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। এতে যেমন বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয়, তেমনি সামগ্রিক খরচও বাড়ে। এই আমদানিনির্ভরতা কমানোর লক্ষ্যেই স্থানীয় সম্পদ, কৃষিজ অবশিষ্টাংশ ও শিল্পবর্জ্য ব্যবহার করে ব্যাটারির কাঁচামাল তৈরির গবেষণা করছেন চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের যন্ত্রকৌশল বিভাগের অধ্যাপক মো. আরাফাত রহমান ও তাঁর দল। চুয়েটে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত ন্যানোম্যাটেরিয়ালস অ্যান্ড এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেমস ল্যাবরেটরিতে (নেস ল্যাব) চলছে গবেষণা। এরই মধ্যে গবেষণাটি *অ্যাডভান্সড এনার্জি অ্যান্ড সাসটেইনেবিলিটি রিসার্চ* ও *ক্লিনম্যাট* জার্নালে স্থান পেয়েছে।

একটি ব্যাটারি মূলত চারটি প্রধান অংশ নিয়ে তৈরি হয়—অ্যানোড, ক্যাথোড, সেপারেটর ও ইলেকট্রোলাইট। এর মধ্যে অ্যানোড তৈরিতে ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ কিছু উপাদান, যেমন নিকেল ও টাইটেনিয়াম সাধারণত বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। অধ্যাপক আরাফাতের গবেষণায় দেখা গেছে, নিমপাতা ও আমপাতা ব্যবহার করে পরিবেশবান্ধব পদ্ধতিতে ধাতব কণা সংশ্লেষণ করা সম্ভব। এ প্রক্রিয়ায় ব্যাটারি-উপযোগী নিকেল ও টাইটেনিয়ামভিত্তিক উপাদান তৈরিতে সফল হয়েছেন তাঁরা।

বাজারে যেখানে এক কেজি টাইটেনিয়ামের দাম প্রায় ৬৯ হাজার টাকা, সেখানে গবেষণাগারে নিমপাতা ও আমপাতা ব্যবহার করে প্রায় দুই হাজার টাকায় একই ধরনের উপাদান প্রস্তুত করে দেখিয়েছেন তাঁরা। গবেষকদের মতে, প্রযুক্তিটি শিল্প পর্যায়ে প্রয়োগ করা গেলে উৎপাদন ব্যয় আরও কমে আসবে।

শুধু নিমপাতা-আমপাতাই নয়, কাঁচামাল হিসেবে পাটকাঠিও ব্যবহার করেছেন তাঁরা। লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারির অ্যানোডে ব্যবহৃত গ্রাফাইট মূলত কার্বনের একটি বিশেষ রূপ। সেই কার্বনের উৎস হিসেবেই পাটকাঠিকে ব্যবহার করেছেন অধ্যাপক আরাফাত ও তাঁর দল।

গবেষণার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো শিল্পবর্জ্যের পুনর্ব্যবহার। দেশের বিভিন্ন ইস্পাত কারখানায় উৎপন্ন স্টিল স্ল্যাগ (গলিত লোহাকে বিশুদ্ধ করার সময় সৃষ্ট উপজাত) সাধারণত পরিবেশদূষণের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এ গবেষণায় সেই বর্জ্যই লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারির ক্যাথোড তৈরিতে ব্যবহৃত হবে। এতে একদিকে পরিবেশদূষণ কমবে, অন্যদিকে মূল্যবান কাঁচামালের বিকল্প উৎসও পাওয়া যাবে।

চুয়েটের মেকানিক্যাল ও ম্যানুফ্যাকচারিং ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদের ডিন অধ্যাপক মিজানুর রহমান বলেন, 'গবেষণার ক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্য থাকে—বর্তমান বাজারমূল্যের তুলনায় কম খরচে কীভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে একটি উপাদান তৈরি করা যায়। পাশাপাশি পরিবেশও যেন সুরক্ষিত থাকে। এমন কাজই করেছেন অধ্যাপক আরাফাত। এটি বড় পরিসরে করা গেলে আমাদের আমদানিনির্ভরতা কমবে। খরচ কমার পাশাপাশি পরিবেশও সুরক্ষিত থাকবে। সাশ্রয়ী ব্যাটারিপ্রযুক্তি নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসারেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে বলে আমি মনে করি। এতে ঘরে ঘরে সৌরবিদ্যুতের ব্যবহার বাড়তে পারে, জাতীয় গ্রিডের ওপর চাপ কমতে পারে।'

অধ্যাপক আরাফাত রহমানের গবেষণাগারে কাজ করেছেন চুয়েটের মেকাট্রনিকস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সহকারী অধ্যাপক তাসমিয়া বিনতে হাই। বর্তমানে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসে অবস্থিত ইউনিভার্সিটি অব হিউস্টনে পিএইচডি করছেন। তিনি বলেন, 'আরাফাত স্যারের তত্ত্বাবধানে আমি স্নাতক ও স্নাতকোত্তরে তাঁর গবেষণাগারে কাজ করেছি। এ গবেষণা পরবর্তী প্রজন্মের ব্যাটারিপ্রযুক্তির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।'

অধ্যাপক আরাফাত রহমান বলেন, 'নিমপাতা, আমপাতা, পাটকাঠি কিংবা স্টিল স্ল্যাগের মতো অনেক উপাদান আমাদের চারপাশেই আছে, যেগুলোকে আমরা সাধারণত বর্জ্য বা অবহেলিত উপকরণ হিসেবে দেখি। কিন্তু সঠিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এগুলো থেকেই মূল্যবান ব্যাটারি উপকরণ তৈরি করা সম্ভব। এ ধরনের গবেষণা যদি বড় পরিসরে এগিয়ে নেওয়া যায়, তাহলে বাংলাদেশ শক্তি সংরক্ষণ প্রযুক্তি ও ব্যাটারি উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে নিজস্ব সক্ষমতা তৈরি করতে পারবে।'

বণিক বার্তা
12 JUL 2026

পোশাক শিল্পে এআই প্রযুক্তি গ্রহণ ও নেতৃত্ব তৈরির লক্ষ্য

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

দেশের পোশাক শিল্পে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও আধুনিক প্রযুক্তির কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব তৈরির লক্ষ্য নিয়ে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বায়লা ফিউচার সামিট। বাংলাদেশ অ্যাপারেল ইয়ুথ লিডার্স অ্যালায়েন্সের (বায়লা) আয়োজনে ২০-২১ জুলাই দুই দিনব্যাপী এ সামিটে ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় টেকসই পোশাক উৎপাদনকারী কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার রোডম্যাপ নিয়ে আলোচনা করা হবে।

গতকাল রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত এক প্রেস কনফারেন্স বায়লার নেতারা এ কথা জানান। নেতারা জানান, বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে প্রতিযোগী দেশগুলোর সঙ্গে তাল মিলিয়ে দ্রুত প্রযুক্তি গ্রহণ এবং পোশাক খাতের দক্ষ জনবল ও নতুন নেতৃত্ব গড়ে তোলাই এ আয়োজনের মূল লক্ষ্য।

এতে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন বায়লার সভাপতি আবরার হোসাইন সায়েম। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ইভেন্ট ডিরেক্টর হাসিন আরমান অয়ন, ভাইস প্রেসিডেন্ট কাজী ফাহাদ, ভাইস প্রেসিডেন্ট রাফি মাহমুদ ও ডিরেক্টর ইশতি সিফাত ইসলামসহ সংগঠনের অন্য কার্যনির্বাহী সদস্যরা।

আবরার হোসেন সায়েম বলেন, 'বিশ্বের উৎপাদন মানচিত্রে বাংলাদেশ আজ একটি শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করেছে। কিন্তু সামনের পথ আরো চ্যালেঞ্জিং। এ অর্জনকে ধরে রেখে নতুন উচ্চতায় পৌঁছতে আমাদের প্রয়োজন উদ্ভাবন, দক্ষ নেতৃত্ব, প্রযুক্তি গ্রহণ এবং ভবিষ্যৎ-প্রস্তুত মানবসম্পদ। আর সেই যাত্রার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগ হলো এমন ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব গড়ে তোলা, যারা আগামী দিনের বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।'

হাসিন আরমান অয়ন বলেন, 'দুই দিনব্যাপী এ আয়োজনে দেড় হাজারেরও বেশি শিক্ষার্থী অংশ নেবেন। সামিটে চেঞ্জমেকার্স, নেভিগেটরস ও লেগাসি লিডার্স শীর্ষক কিনোট সেশন অনুষ্ঠিত হবে। নতুন ধারণা, কার্যকর অংশীদারত্ব এবং ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের জন্য বাস্তবসম্মত সমাধান নিয়ে কাজ করবে। একই সঙ্গে প্রথমবারের মতো বায়ল ফিউচার লিডার্স কেস কম্পিটিশনেরও আয়োজন করা হয়েছে, যেখানে বিজয়ীরা প্রাইজ মানির পাশাপাশি চাকরির সুযোগ পাবেন।'

The Daily Star

12 JUL 2026

Prepare for EU trade shift

RAPID Chairman MA Razzaque says

STAR BUSINESS REPORT

Bangladesh's trade relations with the European Union (EU) are set to undergo the biggest transformation in decades, but the country may not be fully prepared to seize new opportunities and tackle emerging challenges, said MA Razzaque, chairman of the Research and Policy Integration for Development (RAPID).

"The next three to four years will reshape Bangladesh-EU trade relations in a way we have not seen in the past five decades. The key question is whether Bangladesh has the capacity to take advantage of these opportunities," he said.

Razzaque made the remarks at a seminar titled "The changing landscape of Bangladesh-EU trade relations: LDC graduation, preference erosion and intensifying competition", jointly organised by RAPID and the Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) in Dhaka yesterday.

He said Bangladesh's trade relations with the 27-member bloc are entering a critical phase as the country prepares to graduate from the United Nations' least developed country (LDC) category. At the same time, the EU is tightening trade rules and expanding free trade agreements with competing exporters.

Razzaque said Bangladesh has yet to set clear priorities for negotiations with the EU, while Brussels has already outlined expectations on trade, governance, labour rights and sustainability.

"There were times when Bangladesh failed to clearly communicate what it wanted from the EU, while the bloc continued to pursue its own agenda," he said, stressing the need for a clear national strategy for future negotiations.

On Bangladesh's LDC graduation, he said the UN's Committee for Development Policy (CDP) has recommended an extension shorter than the three years sought by the government.

"If the United Nations does not approve the extension, Bangladesh will graduate this November," he said.

The EU is Bangladesh's largest export destination, importing around $22 billion worth of Bangladeshi goods every year under duty-free access.

"Bangladesh definitely needs duty-free market access," Razzaque said, warning that losing tariff benefits without securing an alternative arrangement would hurt the country's export competitiveness.

READ MORE

He said some policymakers often point to Bangladesh's export performance in the United States, where there is no duty-free access, to argue that tariff preferences are less important.

"But the European market tells a different story," he said, adding that Bangladesh now meets around 21 percent of the EU's apparel import demand, largely due to preferential market access.

Razzaque also highlighted the EU's wider contribution to Bangladesh's economy. He said EU member states account for around 30 percent of the country's foreign direct investment (FDI), while the bloc provided about $3.4 billion in development assistance over the past five years.

Although Bangladesh has increased exports to the US without tariff preferences, Razzaque said there is still significant scope to expand exports to the European market by improving competitiveness.

"To remain competitive after LDC graduation, we will have to reduce production costs," he said, adding that better logistics, infrastructure, trade facilitation and productivity would be crucial to offset higher tariffs and growing competition.

Razzaque said China's declining share of the EU apparel market has created an opportunity for Bangladesh to increase its market share.

However, he warned that the opportunity could narrow as competitors such as Vietnam and India strengthen their positions through free trade agreements with the EU, while Pakistan and Sri Lanka continue to enjoy preferential access under the bloc's GSP+ scheme.

Without a similar trade arrangement, Bangladeshi exporters could face tariffs of around 12 percent after the post-graduation transition period, reducing the competitive advantage the country has enjoyed for decades.

He said negotiating a free trade agreement (FTA) with the EU is becoming increasingly important to protect Bangladesh's export competitiveness.

However, he cautioned that an FTA would also require Bangladesh to open parts of its own market in return. Therefore, policymakers must clearly define the country's priorities before starting formal negotiations.

M Abu Yusuf, executive director of RAPID, and Saadhon Kumar Das, programme adviser at FES, also spoke at the seminar.

The Business Standard

12 JUL 2026

Bangladesh retains 2nd spot in US apparel market as China slump reshapes sourcing

APPAREL - BANGLADESH

TBS REPORT

Bangladesh retained its position as the second-largest apparel supplier to the United States in the first five months of 2026, despite a dip in shipments, as American buyers continued to pivot away from China, official data showed.

According to the US Office of Textiles and Apparel (OTEXA), Bangladesh's garment exports to the US fell 8.1% year-on-year to $3.25 billion during the January-May period. However, the drop outperformed the overall US apparel import market, which contracted by 9.3%.

Vietnam extended its lead as the top supplier to the US, with exports rising 1.5% to $6.39 billion. Meanwhile, shipments from China plunged 42.8% to $2.80

EXPORTS TO US IN JAN-MAY 2026

Country	Import value (In US dollar)	Growth (In %)
Vietnam	6.39	+1.46
Bangladesh	3.25	-8.08
China	2.80	-42.75
Indonesia	1.97	+5.49
India	1.80	-26.37
Cambodia	1.74	+14.90

The Business Standard

12 JUL 2026

Bangladesh retains 2nd spot in US apparel market as China slump reshapes sourcing

CONTINUED FROM PAGE 1

Indonesia and Cambodia were among the biggest beneficiaries, recording growth of 5.5% and 14.9%, respectively, while India's shipments dropped 26.4%.

Although Bangladesh maintained its market ranking, the figures indicate the country has yet to capture a significant share of the orders shifting away from China, with regional competitors expanding faster.

The latest monthly data, however, showed a more encouraging sign. Bangladesh's exports to the US increased 6.0% in May from a year earlier, compared with a 2.8% rise in total US apparel imports, indicating demand may be recovering after a weak start to the year.

In volume terms, Bangladesh shipped 1.09 billion square metre equivalents (SME) during the January-May period, down 6.2%, while its average unit price slipped 2% to $2.99 per SME, suggesting exporters largely maintained pricing amid softer demand.

China suffered a dramatic collapse, both in value and volume. China saw nearly a 43% drop in value and nearly 30% in volume as the country continues to lose market share rapidly, largely because of US tariffs and sourcing diversification.

Indonesia rose as a big challenger as the country recorded 5.49% growth in value and over 13% in volume. While Cambodia emerged as the fastest-growing apparel exporter to the US as the country achieved nearly 15% in value growth and over 18% in volume growth.

Price comparison:

Bangladesh's garment export prices to the US market remained stable despite weaker demand, hinting exporters largely avoided deep discounting to retain orders.

The average unit price of Bangladesh-made apparel slipped 2% year-on-year to $2.99 per square metre equivalent (SME) during January-May 2026, compared with the global average of $3.14.

OTEXA data shows Bangladesh continued to command higher prices than China ($1.43), Pakistan ($2.59) and Cambodia ($2.91), but trailed Vietnam ($3.39), India ($3.41), Honduras ($3.64), Indonesia ($3.77) and Mexico ($4.45).

The Business Standard

12 JUL 2026

·sh retains 2nd spot in US apparel market as China slump reshapes sourcing

GE 1

Cambodia were beneficiaries, re- 5.5% and 14.9%, e India's ship- 4%.

adesh maintained , the figures indi- is yet to capture a f the orders shift- na, with regional ding faster.

nthly data, however, showed a more encouraging sign. Bangladesh's exports to the US increased 6.0% in May from a year earlier, compared with a 2.8% rise in total US apparel imports, indicating demand may be recovering after a weak start to the year.

In volume terms, Bangladesh shipped 1.09 billion square metre equivalents (SME) during the January-May period, down 6.2%, while its average unit price slipped 2% to $2.99 per SME, suggesting exporters largely maintained pricing amid softer demand.

China suffered a dramatic collapse, both in value and volume. China saw nearly a 43% drop in value and nearly 30% in volume as the country continues to lose market share rapidly, largely because of US tariffs and sourcing diversification.

Indonesia rose as a big challenger as the country recorded 5.49% growth in value and over 13% in volume. While Cambodia emerged as the fastest-growing apparel exporter to the US as the country achieved nearly 15% in value growth and over 18% in volume growth.

Price comparison:

Bangladesh's garment export prices to the US market remained stable despite weaker demand, hinting exporters largely avoided deep discounting to retain orders.

The average unit price of Bangladesh-made apparel slipped 2% year-on-year to $2.99 per square metre equivalent (SME) during January-May 2026, compared with the global average of $3.14.

OTEXA data shows Bangladesh continued to command higher prices than China ($1.43), Pakistan ($2.59) and Cambodia ($2.91), but trailed Vietnam ($3.39), India ($3.41), Honduras ($3.64), Indonesia ($3.77) and Mexico ($4.45).

China recorded the lowest unit value among major suppliers, reflecting its focus on lower-priced, high-volume products, while Mexico maintained the highest average price, supported by its proximity to the US market and a greater share of value-added apparel. Bangladesh's relatively stable pricing indicates that the decline in exports was driven more by lower shipment volumes than by price erosion.

The Financial Express
12 JUL 2026

Jan-May apparel exports to US fall over 8pc

May shipments returned to growth as orders show signs of recovery

FE REPORT

Bangladesh's apparel exports to the United States declined more than 8 per cent in the first five months of 2026 as weaker consumer demand weighed on imports, although a rebound in May signalled a potential recovery in export orders.

Data from the US Office of Textiles and Apparel (OTEXA) showed Bangladesh exported apparel worth US$3.25 billion to the US during January-May 2026, down 8.08 per cent from the same period a year earlier.

The decline came as the overall US apparel import market contracted sharply.

Total US apparel imports fell 9.25 per cent year-on-year to $28.78 billion during the five-month period, while import volumes dropped 9.48 per cent, reflecting softer consumer demand.

Average import prices edged up just 0.25 per cent.

Despite the weak cumulative performance, Bangladesh recorded a turnaround in May, with apparel exports rising 6.04 per cent year-on-year to $582 million, indicating improving sourcing demand.

In volume terms, Bangladesh shipped 6.21 per cent fewer garment pieces to the US market during January-May, while the average unit price declined by 2.0 per cent, underscoring continued pressure on both shipment volumes and prices.

The OTEXA data also pointed to an ongoing reshuffle in global sourcing patterns.

Vietnam, the largest apparel supplier to the US, recorded 1.46 per cent growth during the period, while Cambodia emerged as the fastest-growing major supplier with exports rising 14.9 per cent. Indonesia also expanded its apparel exports by 5.49 per cent.

By contrast, China's apparel exports to the US plunged 42.75 per cent, highlighting the continued impact of trade tensions and buyers' diversification strategies. India's exports declined 26.37 per cent, while Pakistan recorded a 12.35 per cent fall.

Cambodia also led volume growth, with shipments increasing 18.03 per cent, followed by Indonesia (13.16 per cent) and Vietnam (3.01 per cent). Bangladesh's export volume declined 6.21 per cent, while China's plunged 29.67 per cent.

Average unit prices fell across most major suppliers. China recorded the steepest decline at 18.59 per cent, followed by Pakistan (6.84 per cent) and Indonesia (6.78 per cent). Bangladesh's average unit price fell by a comparatively modest 2.0 per cent.

Mohiuddin Rubel, former director of BGMEA, said the latest figures reflected both weaker US import demand and an ongoing shift in global sourcing.

"The sharp contraction in China's exports and the continued growth of Cambodia and Vietnam suggest buyers are actively diversifying their sourcing. Bangladesh has also benefited from this trend to some extent, but the overall decline in US imports has constrained its export performance," he said.

He said Bangladesh's return to positive growth in May was an encouraging sign, but sustaining the momentum would require stronger competitiveness, shorter lead times and higher productivity.

"With China's share of the US market shrinking rapidly, Bangladesh has an opportunity to secure additional orders if it can

FE REPORT

Bangladesh's apparel exports to the United States declined more than 8 per cent in the first five months of 2026 as weaker consumer demand weighed on imports, although a rebound in May signalled a potential recovery in export orders.

Data from the US Office of Textiles and Apparel (OTEXA) showed Bangladesh exported apparel worth US$3.25 billion to the US during January-May 2026, down 8.08 per cent from the same period a year earlier.

The decline came as the overall US apparel import market contracted sharply.

Total US apparel imports fell 9.25 per cent year-on-year to $28.78 billion during the five-month period, while import volumes dropped 9.48 per cent, reflecting softer consumer demand.

Average import prices edged up just 0.25 per cent.

Despite the weak cumulative performance, Bangladesh recorded a turnaround in May, with apparel exports rising 6.04 per cent year-on-year to $582 million, indicating improving sourcing demand.

volumes and prices.

The OTEXA data also pointed to an ongoing reshuffle in global sourcing patterns.

Vietnam, the largest apparel supplier to the US, recorded 1.46 per cent growth during the period, while Cambodia emerged as the fastest-growing major supplier with exports rising 14.9 per cent. Indonesia also expanded its apparel exports by 5.49 per cent.

By contrast, China's apparel exports to the US plunged 42.75 per cent, highlighting the continued impact of trade tensions and buyers' diversification strategies. India's exports declined 26.37 per cent, while Pakistan recorded a 12.35 per cent fall.

Cambodia also led volume growth, with shipments increasing 18.03 per cent, followed by Indonesia (13.16 per cent) and Vietnam (3.01 per cent). Bangladesh's export volume declined 6.21 per cent, while China's plunged 29.67 per cent.

Average unit prices fell across most major suppliers. China recorded the steepest decline at 18.59 per cent, followed by Pakistan (6.84 per cent) and Indonesia (6.78 per cent).

Bangladesh's average unit price fell by a comparatively modest 2.0 per cent.

Mohiuddin Rubel, former director of BGMEA, said the latest figures reflected both weaker US import demand and an ongoing shift in global sourcing.

"The sharp contraction in China's exports and the continued growth of Cambodia and Vietnam suggest buyers are actively diversifying their sourcing. Bangladesh has also benefited from this trend to some extent, but the overall decline in US imports has constrained its export performance," he said.

He said Bangladesh's return to positive growth in May was an encouraging sign, but sustaining the momentum would require stronger competitiveness, shorter lead times and higher productivity.

"With China's share of the US market shrinking rapidly, Bangladesh has an opportunity to secure additional orders if it can strengthen logistics, enhance compliance and maintain competitive pricing," he added.

Rubel also expressed optimism that exports to the US market would continue to improve in the coming months as order inflows strengthened, a trend that is also reflected in Export Promotion Bureau (EPB) data.

newsmanjasi@gmail.com